Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 486 – 492
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

লিঙ্গ এবং যৌনতা : হেটেরোনর্মাটিভিটি ধারণার একটি অন্তর্দৃষ্টি

ড. দিশারী রায়
সহকারী অধ্যাপক, উইমেনস স্টাডিজ
ডায়মন্ড হারবার উইমেন ইউনিভার্সিটি
ইমেইল : roydisari.wms@dhwu.ac.in

Keyword
যৌন সংখ্যালঘু, যৌন অভিমুখীতা, হেটেরোনর্মাটিভিটি, বাইনারি, বৈষম্য।

Abstract
ক্যাথরিন ম্যাককিনন "নারীবাদ, মার্কসবাদ, পদ্ধতি এবং রাষ্ট্র" তে যুক্তি দিয়েছিলেন যৌনতা হল লিঙ্গ বৈষম্যের মূল অংশ। যৌনতা প্রায়শই একজনের সম্পর্ক, যৌন পছন্দ এবং আকাঙ্ক্ষাগুলি কীভাবে একজনের দ্বারা অনুভূত হয় বা অন্যের দ্বারা একজনের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় তা বোঝায়। যৌন সংখ্যালঘুদের সাধারণত এমন গোষ্ঠী হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যাদের যৌন পরিচয়, অভিযোজন বা অনুশীলনগুলি আশেপাশের সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠদের থেকে আলাদা। মানুষের যৌনতা হল যেভাবে মানুষ রোমান্টিক বা যৌন আকর্ষণ অনুভব করে এবং যৌন ভাবে নিজেদের প্রকাশ করে। এর মধ্যে জৈবিক, যৌন, শারীরিক, মানসিক, সামাজিক অনুভূতি এবং আচরণ জড়িত। যৌন অভিমুখীতা বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট লিঙ্গের (পুরুষ বা মহিলা) প্রতি একজন ব্যক্তির মানসিক এবং যৌন আকর্ষণ। যৌন অভিমুখীতাকে সাধারণত চারটি ভাগে ভাগ করা হয়: বিষমকামীতা, বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তিদের প্রতি আকর্ষণ; সমকামিতা, নিজের লিঙ্গের ব্যক্তিদের প্রতি আকর্ষণ; উভকামীতা, উভয় লিঙ্গের ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণ; বা অযৌনতা, যৌনতার প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। হেটেরোনরমাটিভিটি এমন একটি বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পর্কিত যা বিষমকামীতাকে স্বাভাবিক বা পছন্দের যৌনতা হিসাবে প্রচার করে। হেটেরোনরমাটিভিটি একটি অনুমান অন্তর্ভুক্ত করতে পারে যে প্রত্যেকেই বিষমকামী এবং সমকামী, উভকামী, অযৌন, ট্রান্সজেন্ডার বা অ-বাইনারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে। এই ধারণার উপর ভিত্তি করে যে প্রত্যেকেই 'প্রাকৃতিক ভাবে' বিষমকামী, এবং বিষমকামীতা একটি আদর্শ, সমকামিতা বা উভকামীতার থেকে উচ্চতর। এই প্রবন্ধটি একটি সামাজিক অবস্থা হিসাবে হেটেরোনরমাটিভিটি বোঝার এবং চ্যালেঞ্জ করার একটি প্রয়াস, যা লিঙ্গ এবং যৌনতা সম্পর্কিত নিয়মগুলিকে শক্তিশালী করে, পিতৃতন্ত্র এবং বিষমকামীতাকে সমর্থন করে।

Discussion

ভূমিকা – লিঙ্গ হল এমন একটি ক্ষেত্র যা সমাজ, আইন, রাজনীতি এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে চিন্তাভাবনাকে জুড়ে দেয় এবং এটি প্রায়শই পরিচয় এবং সামাজিক অবস্থানের অন্যান্য দিক যেমন শ্রেণী, জাতি, বয়স এবং শারীরিক সক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত হয়।

যৌন সংখ্যালঘুদের সাধারণত এমন গোষ্ঠী হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যাদের যৌন পরিচয়, অভিযোজন বা অনুশীলন একটি সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানব জনসংখ্যার থেকে আলাদা। যৌন সংখ্যালঘু সমকামী (gay and lesbian), উভকামী, হিজরা এবং ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত। ক্যাথরিন ম্যাককিনন 'নারীবাদ, মার্কসবাদ, পদ্ধতি এবং রাষ্ট্র' (১৯৮২, ৫৩৩)তে যুক্তি দিয়েছিলেন "যৌনতা হল লিঙ্গ বৈষম্যের মূল অংশ।" পুরুষ-মহিলা বিভাজন হেটেরোনর্মাটিভ এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজে যৌন সংখ্যালঘুদের জীবনকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে এবং এইভাবে তারাও মানুষ এই সত্যটিকে উপেক্ষা করেছে। এখানে উদ্দেশ্য হল বাইনারি এবং হেটেরোনর্মাটিভিটি কে চ্যালেঞ্জ করার প্রয়োজনীয়তা এবং উপায়গুলি তুলে ধরা। মানুষের যৌনতা মানে যে উপায়ে ব্যক্তিরা নিজেদেরকে রোমান্টিক এবং যৌনভাবে প্রকাশ করে। এই ধরনের অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি জৈবিক, যৌন, শারীরিক, মানসিক, সামাজিক আচরণ জড়িত হতে পারে। যৌন অভিমুখীতা বলতে একজন ব্যক্তির মানসিক এবং যৌন আকর্ষণকে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট লিঙ্গের প্রতি যে একজন পুরুষ বা মহিলা হতে পারে। যৌন অভিযোজনকে সাধারণত চারটি ভাগে ভাগ করা হয়, যথা, বিষমকামীতা, সমকামিতা, উভকামিতা এবং অযৌনতা। এই চার ধরণের যৌনতাকে নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে –

- বিষমকামীতা - হল বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তিদের প্রতি আকর্ষণ।
- সমকামিতা - হল নিজের লিঙ্গের ব্যক্তিদের প্রতি আকর্ষণ;
- উভকামীতা - হল উভয় লিঙ্গের ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণ; এবং
- অযৌনতা - উভয় লিঙ্গের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই।

হেটেরোসেক্সুয়াল শব্দটি ১৮৬৯ সালে অস্ট্রিয়ান জন্মগ্রহণকারী হাঙ্গেরিয়ান সাংবাদিক এবং মানবাধিকার প্রচারক কার্ল মারিয়া কার্টবেনি সমকামী শব্দের সাথে তৈরি করেছিলেন। হেটেরোসেক্সুয়ালদের বলা হয় সোজা বা স্ট্রেইট। সমকামীদের অনানুষ্ঠানিকভাবে গে বা লেসবিয়ান হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। একজন সমকামী পুরুষকে গে বোঝায় এবং লেসবিয়ান বলতে বোঝায় একজন সমকামী নারীকে। ব্যক্তিরা সাধারণত মধ্য শৈশব এবং প্রাথমিক কৈশোরের মধ্যে তাদের যৌন অভিযোজন সম্পর্কে সচেতন থাকে (আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ২০০৮)। এই রোমান্টিক, এবং শারীরিক আকর্ষণ সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য তাদের যৌন কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে হবে না। লোকেরা বিবাহ এবং যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকতে পারে এবং তখনও তাদের যৌন অভিমুখীতা স্বীকার করতে পারে। কিশোর বয়সে পৌঁছানোর পরে, কেউ কেউ তাদের যৌন অভিমুখিতা প্রকাশ করতে সক্ষম হতে পারে যখন অন্যরা এখনও তাদের সমকামিতা বা উভকামীতা জানাতে অনিচ্ছুক হতে পারে কারণ এটি সমাজের প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে যায়। মূলত, প্রায় সব মানুষই শারীরিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে যেগুলোকে পুরুষ বা নারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৬৪ সালে, রবার্ট স্টলার লিঙ্গ পরিচয় শব্দটি তৈরি করেছিলেন, যা তাদের লিঙ্গ সম্পর্কে একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত ধারণা এবং তারা কীভাবে ভিতরে অনুভব করে তা বোঝায়। এটি নিজের সম্পর্কে গভীরভাবে ধারণ করা অভ্যন্তরীণ অনুভূতি এবং সাধারণত স্ব-শনাক্ত করা হয়। লিঙ্গ পরিচয় যৌন পরিচয় থেকে পৃথক এবং একজন ব্যক্তির যৌন অভিমুখের সাথে সম্পর্কিত নয়। যেমন, একজন ব্যক্তি যে লিঙ্গ বিভাগ দ্বারা শনাক্ত হন তা জন্মের সময় নির্ধারিত লিঙ্গের সাথে মেলে না।

বাইনারি এবং নন-বাইনারী ব্যক্তি বা যৌন সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে ধারণা— পাশ্চাত্য মূল্যবোধের মধ্যে, মানবাধিকারের নীতিগুলি লিঙ্গ সমতাকে একটি ন্যায়সঙ্গত সমাজের মাপকাঠি বানিয়েছে এবং যৌন সংখ্যালঘুদের প্রতি

সম্মান একটি সাধারণ লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু, উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় দেশেই এই ধরনের লক্ষ্যের পূর্ণ অর্জন এখনও অনেক দূরে। যাইহোক, স্বতন্ত্র অধিকার এবং পাবলিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে, মহিলাদের সমতা এবং LGBTQ+ মানুষের সামাজিক পরিস্থিতি (যেমন লেসবিয়ান, গে, উভকামী, ট্রান্সজেন্ডার এবং অন্যান্য যৌন সংখ্যালঘু) প্রায়শই পৃথক নীতির অধীন এবং লিঙ্গ সমতার সংজ্ঞাটি প্রায়শই সিসজেন্ডার-কেন্দ্রিক ছিল। (হাইনস, ২০০৭, ম্যাটিসে, ২০২০)

বাইনারি লিঙ্গ বা লিঙ্গ বাইনারি মানে দুটি ধরণের লিঙ্গ রয়েছে - পুরুষ এবং মহিলা। নন বাইনারি লিঙ্গ বলতে লিঙ্গ পরিচয়কে বোঝায় যা পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ নয়। অ-বাইনারি পরিচয়গুলি ট্রান্সজেন্ডার ছাতার নীচে পড়তে পারে কারণ অনেক নন-বাইনারী লোকেরা তাদের নির্ধারিত লিঙ্গ থেকে আলাদা একটি লিঙ্গের সাথে নিজেদের সনাক্ত করে। এটিতে সমকামী, সমকামী, কুইয়ার, হিজরা, ট্রান্সজেন্ডার, এন্ড্রোজিনি ইত্যাদি শব্দ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। সংস্কৃতি জুড়ে, বেশিরভাগ মানুষ বিষমকামী, এবং বিষমকামী কার্যকলাপ এখন পর্যন্ত সবচেয়ে সাধারণ ধরনের যৌন কার্যকলাপ। হেটেরোনর্মাটিভিটি এমন একটি বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পর্কিত যা বিষমকামীতাকে স্বাভাবিক বা পছন্দের যৌন অভিযোজন হিসাবে প্রচার করে। এটি একটি অনুমান অন্তর্ভুক্ত করতে পারে যে প্রত্যেকেই বিষমকামী এবং সমকামী, উভকামী, অযৌন বা ট্রান্সজেন্ডার হিসাবে নিজেদের পরিচয় দেয় এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে। হেটেরোনর্মাটিভিটি পুরুষ এবং মহিলাদের কঠোর লিঙ্গ ভূমিকা নির্ধারণ করতে পারে। বিপরীত লিঙ্গের যৌনতা এবং সম্পর্কের পক্ষে পক্ষপাতিত্ব বা বৈষম্যের একটি রূপ। সমকামিতাকে প্রায়ই একটি পর্যায় হিসাবে বিবেচনা করা হয় যা সারাজীবন স্থায়ী নাও হতে পারে; অন্য কথায়, এটি ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে একজন সমকামী ব্যক্তি একদিন অনুভূতি থেকে বেরিয়ে আসবে এবং একটি বিষমকামী জীবনযাপন করবে। যখন কেউ তার ব্যক্তিগত পছন্দের পরিবর্তে তাদের জৈবিক লিঙ্গ অনুসারে অন্য ব্যক্তির উল্লেখ করার জন্য জোর দেয়, তখন এটি ভিন্নধর্মী বিশ্বাসকে শক্তিশালী করা বোঝায়। এছাড়াও, বিষমকামী অভিভাবকদের পক্ষে তাদের সন্তানদের এলজিবিটিকিউ বা লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল, ট্রান্সজেন্ডার, কিউয়ার হিসাবে স্বীকার করা বা বিষমকামী ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কের পরিবর্তে সমকামী ব্যক্তিদের সাথে ডেটিং বা বিবাহ করাকে অনুমোদন করা কঠিন হয়ে পড়ে। LGBTQ শব্দটি ১৯৯০ সাল থেকে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি যৌনতা এবং লিঙ্গ পরিচয়ের জন্য একটি ছাতা শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি সমকামী, উভকামী, বা ট্রান্সজেন্ডার এমন ব্যক্তিদের পরিবর্তে অ-বিষমকামী বা নন-সিসজেন্ডার সিস-জেন্ডারদের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণকরতে পারে। বৈষম্য এবং কলঙ্ক তাদের আত্মসম্মান এবং সামাজিক দায়িত্ববোধকে হ্রাস করে।

যৌন সংখ্যালঘুরা তাদের বয়ঃসন্ধিকালে স্বীকার করে যে তারা বাকি বা সংখ্যাগরিষ্ঠদের থেকে আলাদা। যৌন সংখ্যালঘুরা লিঙ্গ ডিসফোরিয়াতে ভোগে যা তাদের লিঙ্গ পরিচয় এবং জন্মের সময় নির্ধারিত লিঙ্গের মধ্যে অমিলের কারণে যে কষ্ট অনুভব করে তা বোঝায়। তাদের অনেকেই পারিবারিক এবং সামাজিক চাপের কারণে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বৈবাহিক বা বিষমকামী সম্পর্কে জড়িয়ে পরে। এই বিবাহগুলি বিবাহবিচ্ছেদ বা অসুখী জীবন চালিয়ে যাওয়ার মধ্যে শেষ হয়। ইতিহাস জুড়ে বিভিন্ন দেশ ট্রান্সজেন্ডার এবং নন-বাইনারী লিঙ্গ পরিচয়কে অপরাধী করেছে। এই সমস্যাটি মোকাবেলা করার জন্য জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে যৌন সংখ্যালঘুরা ভারতের সংবিধানে লিপিবদ্ধ মৌলিক মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা উপভোগ করতে সক্ষম হয়।

লিঙ্গ হল একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গঠন যা পরিবার থেকে শুরু হয়। আমাদের সমাজে, আমরা মানুষকে পুরুষ (পুংলিঙ্গ) বা মহিলা (স্ত্রীলিঙ্গ), এবং বিষমকামী (সোজা) হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত। ফলস্বরূপ, আমাদের শেখানো হয়েছে যে যৌন সম্পর্ক তখনই স্বাভাবিক হয় যখন তারা দুটি বিপরীত লিঙ্গের মানুষের মধ্যে থাকে। পুরুষত্ব, নারীত্ব এবং কোনটি স্বাভাবিক গঠন করে সে সম্পর্কে আমাদের মাথায় যে ধারণাগুলি রয়েছে তা সবই সামাজিকভাবে নির্মিত। ঐতিহাসিক তেরেসা দে লরেটিস ১৯৯০ সালে প্রথম কুয়ার থিওরি কনফারেন্সের আয়োজন করেছিলেন; ধীরে ধীরে শব্দটি একাডেমিয়ায় বৈধ হতে শুরু করে। কুইর থিওরি সক্রিয়ভাবে এই কন্ডিশনিংকে চ্যালেঞ্জ করে প্রচলিত চিন্তাধারাকে প্রত্যাখ্যান করে যে বিষমকামী হল একমাত্র স্বাভাবিক যৌনতা। কুইর তাত্ত্বিকরা বিশ্বাস করেন যে লিঙ্গ পরিচয় স্থির নয়; বরং এটি পরিবর্তনশীল।

মাইকেল ওয়ার্নার 1991 সালে ক্যুয়ার তত্ত্বের প্রথম প্রধান কাজগুলির মধ্যে হেটেরোনর্মাটিভিটি শব্দটিকে জনপ্রিয় করেছিলেন। ধারণাটির শিকড় গেইল রুবিনের 'সেক্স/জেন্ডার সিস্টেম' এবং অ্যাড্রিয়েন রিচের বাধ্যতামূলক বিষমকামীতার ধারণার মধ্যে রয়েছে। শুরু থেকেই, হেটেরোনরমাটিভিটির তত্ত্বগুলি লিঙ্গের উপর একটি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করে; ওয়ার্নার লিখেছেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি একটি অদ্ভুত স্ব-বোঝার কাছে আসেন তিনি এক বা অন্য উপায়ে জানেন যে তার কলঙ্ক লিঙ্গের সাথে জড়িত। হেটেরোনর্মাটিভিটি অনুমান করে যে যৌন এবং বৈবাহিক সম্পর্ক বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে উপযুক্ত। এই ধারণাটি চলচ্চিত্র, সিরিয়াল এমনকি অ্যানিমেশন চলচ্চিত্রেও প্রতিফলিত হয়। বেশিরভাগ ডিজনি মুভিতে লিঙ্গের ভূমিকার উপর খুব বেশি জোর দেওয়া হয় যেখানে রাজকুমারী তাকে অশুভ শক্তির হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য একজন মাচো যুবরাজের উপর নির্ভর করে এবং তারপর দুজনে সুখের সাথে সংসার করে। একটি ছেলে এবং একটি মেয়ের মধ্যে রোমান্স বা রোমান্টিক সম্পর্ক এই ধরনের সিনেমাগুলিতে তুলে ধরা হয়। যদি এটি সত্য হয় যে এই জাতীয় চলচ্চিত্রগুলি কুয়ার সম্প্রদায়কে অসম্মান করে না, তবে এটি সমানভাবে সত্য যে এই জাতীয় চলচ্চিত্রগুলিতে কুইয়ার সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হয়। প্রতিনিধিত্বের এই অভাব ভিন্নতাকে চিরস্থায়ী করে এবং লিঙ্গ সমতা অর্জনকে বাধাগ্রস্ত করে। সিন্ডারেলা, স্নো হোয়াইট এবং সেভেন ডোয়ার্ফ এবং রাপুনজেল এখানে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি। শিশুরা যখন এত অল্প বয়সে এই ধরনের হেটেরো রোমান্টিক গল্পের মুখোমুখি হয়, তখন তাদের জীবনে পরবর্তীতে সেই আদর্শগুলি ভাঙা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।

জুডিথ বাটলার এবং জেন্ডার পারফরম্যাটিভিটি – জুডিথ বাটলার, একজন আমেরিকান শিক্ষাবিদ এবং নারীবাদী, তিনি 'জেন্ডার ট্রাবল : ফেমিনিজম অ্যান্ড দ্য সাবভারশন অফ আইডেন্টিটি' (১৯৯০) এবং 'বডিস দ্যাট ম্যাটার : অন দ্য ডিসকারসিভ লিমিটস অফ সেক্স' (১৯৯৩) বইগুলির জন্য সর্বাধিক পরিচিত, যেখানে তিনি লিঙ্গ সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণাগুলিকে চ্যালেঞ্জ করেন। বাটলার লিঙ্গ সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এবং লিঙ্গ কর্মক্ষমতার তত্ত্ব তৈরি করেছিলেন। লিঙ্গ কর্মক্ষমতা একটি শব্দ যা প্রথমবার নারীবাদী দার্শনিক জুডিথ বাটলার তার ১৯৯০ সালের বই জেন্ডার ট্রাবলে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি যুক্তি দেন যে পুরুষ বা মহিলা হিসাবে জন্মগ্রহণ আচরণ নির্ধারণ করে না। পরিবর্তে, লোকেরা সমাজে ফিট করার জন্য বিশেষ উপায়ে আচরণ করতে শেখে। লিঙ্গ ধারণা একটি কাজ, বা কর্মক্ষমতা। এই পারফরম্যান্স হল যেভাবে একজন ব্যক্তি হাঁটে, কথা বলে, পোশাক পরে এবং আচরণ করে। তিনি এই অভিনয়কে 'জেন্ডার পারফরম্যাটিভিটি' বলে অভিহিত করেছেন।

একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র সামাজিক প্রত্যাশা পূরণের জন্য তার নির্ধারিত লিঙ্গ অনুযায়ী কাজ করে; তাই এই কর্মক্ষমতা ব্যক্তির লিঙ্গ পরিচয়ের একটি সত্যিকারের অভিব্যক্তি নয়। লিঙ্গ একটি সাংস্কৃতিক বিশ্বাস যা আমরা আমাদের জৈবিক লিঙ্গকে বরাদ্দ করি। যাদের লিঙ্গ নিশ্চিত নয় তারা লিঙ্গ ভিন্ন মানুষ। ছেলেদের মেক আপ পছন্দ এবং মেয়েদের খেলাধুলা পছন্দ করার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। পরিবার, বন্ধুবান্ধব বা এমনকি পিতামাতার হাতে টমবয়দের উত্যক্ত করা বা হয়রানি করা বা হুমকি দেওয়া বা এমনকি মারধর করার মতো ঘটনা বিরল নয়। এগুলি প্রতিটি ব্যক্তিকে জেন্ডারযুক্ত জায়গায় রাখার প্রচেষ্টা। সহজ ভাষায়, লিঙ্গ কর্মক্ষমতা মানে ব্যক্তিরা সামাজিকভাবে নির্ধারিত নিয়ম বা স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী কাজ করছে। যদি সমস্ত ব্যক্তি লিঙ্গ স্ক্রিপ্ট মানতে অস্বীকার করে তবে লিঙ্গের অস্তিত্ব থাকবে না। সংক্ষেপে বলা যায়, লিঙ্গ কার্যকারিতা হল এই ধারণা যে লিঙ্গ নারীত্ব এবং পুরুষত্বের সাংস্কৃতিক নিয়মের উপর ভিত্তি করে।

হেটেরোনর্মাটিভিটি ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করার কারণ — নারী ও পুরুষের একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া দরকার এবং শুধুমাত্র এই দুটি লিঙ্গের একে অপরের সাথে সম্পর্ক থাকা দরকার এই বিশ্বাস বজায় রেখে হেটেরোনর্মাটিভিটি তৈরি করা হয়। স্বাভাবিকতা সাংস্কৃতিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক জীবনে বিষমকামীতার নির্দিষ্ট রূপের আধিপত্য ব্যাখ্যা করে।

ভূগোলবিদ গিল ভ্যালেন্টাইন যুক্তি দেন যে পাবলিক স্পেস বিষমকামী হয়ে ওঠে যখন বারবার বিষমকামী কাজ, যেমন হাত ধরা এবং বিষমকামীদের চুমু খাওয়ার মতো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিয়মগুলি পাবলিক স্পেসে করা হয়। এই ধরনের অভ্যাসগুলি সমকামিতা এবং অন্যান্য সমস্ত অ-বিষমকামী যৌন পরিচয়কে পাবলিক স্পেসে 'অন্যান্য' এবং 'স্থানের বাইরে' বলে ধার্য করে। এই প্রবিধানটি বিভিন্ন রূপ নিতে পারে, যার মধ্যে বৈষম্য এবং সহিংসতা বৈষম্য এবং এলজিবিটি জনগণ সহ ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে করা হয়। LGBTQ + লোকেরা সহিংসতা এবং নৈতিক পুলিশিংয়ের ভয়ে তাদের যৌন অথবা লিঙ্গ পরিচয় লুকানোর চেষ্টা করতে পারে। হেটেরোনর্মাটিভিটি হল একটি ধারণা যে বাইনারি লিঙ্গ পরিচয় এবং বিষমকামী হল আদর্শ সেক্সুয়াল অভিযোজন। এটি প্রতিষ্ঠান, সামাজিকীকরণ এবং প্রচলিত মতাদর্শের মাধ্যমে প্রচারিত নিম্নোক্ত কারণে হেটেরোনরমাটিভিটির ধারণা প্রত্যাখ্যান করা উচিত –

- LGBTQ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া কোন অপরাধ নয়; তবুও এই ধরনের ব্যক্তিরা বৈষম্যের সম্মুখীন হয় এবং প্রায়শই তাদের যৌনতা ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হয় এবং বিব্রতকর বা অনুপযুক্ত প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করে যখন কিনা বিষমকামী ব্যক্তিদের তাদের লিঙ্গ বা যৌনতা ব্যাখ্যা করতে বলা হয় না।
- শুধুমাত্র দুই ধরনের লিঙ্গ আছে (পুরুষ বা মহিলা) এমন অনুমান ভুল এবং এই ধারণাটি বৈষম্যে সৃষ্টি করে। আসল বিষয়টি হ'ল প্রত্যেকের লিঙ্গ অনন্য হতে পারে এবং প্রত্যেকের লিঙ্গ পরিচয়, লিঙ্গ অভিযোজন এবং লিঙ্গ অভিব্যক্তিকে মর্যাদা দেওয়া এবং সম্মান করা উচিত।
- সকল মানুষই সোজা বা স্ট্রেইট এই ধারণাটি ভুল। এটা সত্য যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ নিজেদেরকে সোজা বলে পরিচয় দেয় কিন্তু এর মানে এই নয় যে সবাই সংখ্যাগরিষ্ঠ বিভাগে পড়বে।
- হেটেরোনর্মাটিভিটি সেইসব ব্যক্তিদের জন্য গুরুতর পরিণতির দিকে নিয়ে যায় যারা হেটেরোনরমেটিভ নয়। তারা পারিবারিক প্রত্যাখ্যান এবং অ-বাইনারি মানুষ দ্বারা বৈষম্য সম্মুখীন হয়. এটা সামাজিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা সৃষ্ট যে কোন মানুষ যদি স্ট্রেইট বা সিস - জেন্ডার হয় তারা অস্বাভাবিক।
- লিঙ্গ তরলতা বা Gender Fluidity বলতে একজন ব্যক্তির লিঙ্গ অভিব্যক্তি বা লিঙ্গ পরিচয়, বা উভয় ক্ষেত্রে সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন করে তাকে বোঝায়। সেই পরিবর্তন হতে পারে অভিব্যক্তিতে, কিন্তু পরিচয় নয়, অথবা পরিচয়ে, কিন্তু প্রকাশ নয়। অথবা অভিব্যক্তি এবং পরিচয় উভয়ই একসাথে পরিবর্তিত হতে পারে। যৌন তরলতা শব্দটি নারীবাদী মনোবিজ্ঞানী লিসা ডায়মন্ড দ্বারা ২০০০ সালে তৈরি করা হয়েছে। মনোবিজ্ঞানী লিসা ডায়মন্ড বেশ কয়েক বছর ধরে ৮০ জন অ-বিষমকামী নারীর উপর গবেষণা করেছেন। তিনি দেখেছেন যে এই গোষ্ঠীতে, যৌন পরিচয়ের পরিবর্তনগুলি খুব সাধারণ এবং প্রচলিত ছিল। তার ২০০৮ বই 'সেক্সুয়াল ফ্লুইডিটি আন্ডারস্ট্যান্ডিং উইমেনস ডিজায়ার অ্যান্ড লাভ', আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা '২০০৯ লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল এবং ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুস ডিস্টিংগুইশড বুক অ্যাওয়ার্ডে' ভূষিত হয়েছিল। বইতে ডায়মন্ড মহিলা যৌনতা সম্পর্কে কথা বলেছেন কীভাবে লোকেরা যৌন তরল হতে পারে; অন্য কথায়, জীবনের কিছু সময়ে, একজন ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে সোজা বা স্ট্রেইট বোধ করতে পারে, অন্য সময়ে, একই ব্যক্তি একই-লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট বোধ করতে পারে এবং তারপর আবার কিছু বছর পরে সেই ব্যক্তি নিজেকে স্ট্রেইট। হিসাবে চিহ্নিত করতে পারে। এর মানে প্রত্যেকেরই এমন একটি পরিচয় নেই যা সারা জীবন একই থাকে।

উপসংহার – IPC-এর ৩৭৭ ধারায় বলা হয়েছে – 'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে কোনও পুরুষ, মহিলা বা প্রাণীর সাথে দৈহিক মিলন করে, তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দণ্ডিত করা হবে যা দীর্ঘ দশ বছর হতে পারে, এবং জরিমানাও দিতে হবে।' ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা 'প্রকৃতির আদেশের বিরুদ্ধে' সমস্ত যৌন ক্রিয়াকে অপরাধী করেছে। আইনটি সমকামী কার্যকলাপের পাশাপাশি মৌখিক এবং পায়ূ যৌনতায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচার

করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। ২০১৮ সালে, কয়েক দশকের সক্রিয় আন্দোলনের পরে, সমকামিদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্মতিতে যৌন সম্পর্কে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারার আবেদন কে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট অসাংবিধানিক বলে রায় দিয়েছে। এই ঐতিহাসিক রায় কার্যকরভাবে সমকামী কার্যকলাপকে অপরাধমুক্ত করেছে। এই ঐতিহাসিক রায় সত্ত্বেও, যৌন সংখ্যালঘুরা এখনও সহিংসতা, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের সম্মুখীন হয় যা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। যাইহোক, আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, সমস্ত মানুষের, তাদের যৌন অভিমুখীতা এবং লিঙ্গ পরিচয় নির্বিশেষে, মৌলিক মানবাধিকার এবং স্বাধীনতা উপভোগ করার অধিকার রয়েছে। লিঙ্গ সমতার তত্ত্বটি ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা, মৌলিক অধিকার, মৌলিক কর্তব্য এবং নির্দেশমূলক নীতিতে রয়েছে। অধিকারের মধ্যে রয়েছে সব ধরনের বৈষম্য থেকে স্বাধীনতা, আইনের সামনে সমতার অধিকার, জীবনের অধিকার, ব্যক্তির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা, পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্য সুরক্ষার অধিকার, স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণের অধিকার। এই অধিকারগুলি যৌন সংখ্যালঘুদের জনজীবনে সমতা, নিরাপত্তা এবং অংশগ্রহণকে সমর্থন করে। বৈষম্যের সমস্যা সমাধানের জন্য সামাজিক মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। যৌন সংখ্যালঘুদের প্রথম এবং সর্বাগ্রে মানুষ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে; তাদের অবশ্যই কোনো ধরনের লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য ছাড়াই সাংবিধানিক অধিকার ও স্বাধীনতায় প্রবেশের অনুমতি দিতে হবে।

তথ্যসূত্র :

১. ইনগ্রাহাম, চিয়ার্স, বিষমকামী কাল্পনিক: নারীবাদী সমাজবিজ্ঞান এবং লিঙ্গের তত্ত্ব, সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব, ১৯৯৪, ১২, পৃ. ২০৩-১৯
২. এলডেম্যান, লি, 'ক্যুইয়ার থোরি: আনস্টেটিং ডিজায়ার', জিএলকিউ: লেসবিয়ান অ্যান্ড গে স্টাডিজের একটি জার্নাল ২, ৪, ১৯৯৫, পৃ. ৩৪৩-৬
৩. ওয়েস্ট, ক্যান্ডেস এবং ডন জিমারম্যান। ১৯৮৭. লিঙ্গ করছেন। লিঙ্গ ও সমাজ। 1 (2), পৃ. ১২৫-১৫১
৪. কিটজিঞ্জার, সেলিয়া, কর্মে হেটেরোনরমাটিভিটি : ঘন্টা পরে মেডিকেল কলে বিষমকামী নিউক্লিয়ার পরিবারকে পুনরুৎপাদন করা, সামাজিক সমস্যা ৫২ (৪): ২০০৫, পৃ. ৪৭৭-৯৮
৫. ক্যামেরন, ডেবোরা এবং ডন কুলিক, ভাষা এবং যৌনতা। কেমব্রিজ : কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৩
৬. ডি লরেটিস, তেরেসা, 'ক্যুইয়ার থিওরি: লেসবিয়ান অ্যান্ড গে সেক্সুয়ালিটিস', পার্থক্য: নারীবাদী সাংস্কৃতিক স্টাডিজের একটি জার্নাল ৩, ২, ১৯৯১, pp.iii-xviii
৭. ধনী, অ্যাড্রিয়েন, বাধ্যতামূলক হেটেরোসেক্সুয়ালিটি এবং লেসবিয়ান অস্তিত্ব। সাইনস: জার্নাল অফ উইমেন ইন কালচার অ্যান্ড সোসাইটি ৫ (৪) : ১৯৮০, পৃ. ৬৩১-৬০
৮. বাটলার, জুডিথ। (১৯৯৩), বডিস দ্যাট ম্যাটার: অন দ্য ডিসকারসিভ লিমিটস অফ 'সেক্স', নিউ ইয়র্ক: রুটলেজ।
৯. মন্ডল, মলয়। (২০১৭) নারীবাদী তথ্য- একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।
১০. ম্যাককিনন, ক্যাথরিন, ১৯৮২, নারীবাদ, মার্কসবাদ, পদ্ধতি এবং রাষ্ট্র: তত্ত্বের জন্য একটি এজেন্ডা, চিহ্ন : সংস্কৃতি ও সমাজে নারীর জার্নাল 1 (13): পৃ. ৫১৫-৪৪
১১. ম্যাথিসে, এল. 2030 সালের মধ্যে লিঙ্গ সমতা অর্জন: টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য 5, ২০২০, এজেন্ডা 34, পৃ. ১২৪-১৩২ এর সাথে সম্পর্কিত হিজড়া সমতা। doi: 10.1080/10130950.2020.1744336
১২. যৌন অভিযোজন এবং সমকামিতা সম্পর্কে আরও ভাল বোঝার জন্য আপনার প্রশ্নের উত্তর। আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, ৩ জুন, ২০২০ সংগৃহীত

১৩. রোজেনফেল্ড ডানা। (2018) ব্যবহারিক এবং নৈতিক সম্পদ হিসাবে হেটেরোনরমাটিভিটি এবং হোমনোরমাটিভিটি: লেসবিয়ান এবং গে প্রবীণদের কেস। সেজ পাবলিকেশন্স, ইনকর্পোরেটেড জেন্ডার অ্যান্ড সোসাইটি, ভলিউম। 23, নং 5 (অক্টোবর 2009), পৃ. ৬১৭-৬৩৮

১৪. হিনেস, এস, (ট্রান্স) লিঙ্গ গঠন : সামাজিক পরিবর্তন এবং ট্রান্সজেন্ডার নাগরিকত্ব, ২০০৭, সামাজিক, Res. অনলাইন 12. doi: 10.5153/sro.1469

১৫. হ্যালপেরিন, ডেভিড, সেন্ট ফুকো : একটি গে হ্যাজিওগ্রাফির দিকে, নিউ ইয়র্ক : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৫